যুগান্তর

তারিখ ... 2 APR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বদরগঞ্জে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী স্কুলের নামে অন্য স্কুলের শ্রেণীকক্ষ দখল

রংপুর ব্যুরো

রংপুরের বদরগঞ্জের মাঠেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ দখল করে দলীয় কার্যক্রমের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিদ্যালয়টির ৩টি শ্রেণীকক্ষ দখল করে সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিজম বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু করা হয়। শুধু তাই নয়, সেখানে দলীয় অফিসের কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এ ঘটনায় মাঠেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শিখা বানু উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিজম বিদ্যালয় চালুর নামে বিদ্যালয়ের সভাপতি কৈলাশ চন্দ্র রায়। ৩টি শ্রেণীকক্ষ দখল করে কার্যক্রম চালাচ্ছেন। এতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। এ সম্পর্কে জানতে চাইলে শিখা বানু বলেন, যে কক্ষ ৩টি দখল করা হয়েছে তা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। সেখানে নিয়মিত ক্লাস নেয়া হতো। এ ছাড়া ৫ ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয়ের ১০ হাজার টাকা মূল্যের দুটি গাছ কেটে নিয়েছেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি কৈলাশ চন্দ্র। তিনি ওই গাছ বিক্রির টাকা কি করছেন তা তিনি জানেন না বলে জানান। এ ঘটনায় ১৬ ফেব্রুয়ারি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি কৈলাশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয়া হলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। উপজেলা সদর থেকে পূর্ব দিকে প্রায় ১৯ কিলোমিটার দূরে বিদ্যালয়টি অবস্থিত। একটি ভবনে চারটি পাকা কক্ষ এবং পাশেই আধা পাকা আরও তিনটি কক্ষ রয়েছে। আধাপাকা কক্ষের সামনে সাইনবোর্ডে লেখা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিজম বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রংপুর-২ আসনের সংসদ আবুল কালাম মো. আহাসানুল হক চৌধুরী নাম লেখা রয়েছে। কক্ষের দেয়ালে লেখা, এমপি ১৯ ফেব্রুয়ারি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়টির উদ্বোধন করেন। আধাপাকা তিনটি শ্রেণীকক্ষের মধ্যে দুটির দরজা-জানালা নেই। জানালা দিয়ে দেখা যায়, ভেতরে একটি টেবিল, কয়েকটি প্লাস্টিকের চেয়ার ও একটি টেলিভিশন রয়েছে। কৈলাশ চন্দ্র রায় বলেন, অনেক দিন ধরে ইউনিয়নে একটি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী স্কুল দেয়ার কথা ভাবছি। কিন্তু কোথায় জায়গা। আমি এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (মাঠেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়) সভাপতি। এখানে বহুদিন ধরে তিনটি কক্ষ পড়ে আছে। এ কারণে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে ব্যক্তিগতভাবে এক লাখ টাকা খরচ করে পরিত্যক্ত কক্ষ তিনটি সংস্কার করে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিজম বিদ্যালয়ের' সাইনবোর্ডে ঝুলিয়েছি। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা সংসদ সদস্য নিজে এসে ১৯ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যালয়টির উদ্বোধন করে গেছেন। তবে এখনও প্রতিবন্ধী স্কুলের কার্যক্রম শুরু করা হয়নি। শিগগিরই স্কুলটি চালু করা হবে। এখন আমরা সেখানে বসে সময় কাটাই। দলীয় লোকজন আসেন।' এদিকে এমপি আবুল কালাম মো. আহাসানুল হক চৌধুরী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিজম বিদ্যালয়টি উদ্বোধনের কথা অস্বীকার করে বলেন, যদি এমনটি হয়ে থাকে তাহলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।' জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শহিদুল হক বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...............................
তারিখ...............................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ. ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর